দৈনিক
দেশবাংলা
বর্ষ ৩৪ ❑ সংখ্যা ২৯৪ ❑ ঢাকা : সোমবার ❑ আগস্ট : ৮ ❑ ২০০৫

শ্রমবাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন

যুবক জব ফেয়ার উদ্বোধনীতে শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা স্রোতের বিপরীতে অবস্থান করছে। শ্রম বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এ জন্য এর আমূল পরিবর্তন দরকার। সে সঙ্গে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ।

গতকাল রবিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 'জব ফেয়ার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, তথ্য সচিব ড. মাহবুবুর রহমান, এফবিসিসিআই সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টু, যুব অধিদফতরের রমনী মোহন চাকমা এবং যুবক-এর চেয়ারম্যান আবু মোঃ সাঈদ।

ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, দেশে বেকার বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে আরও ৫ কোটি মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে। প্রকৃতপক্ষে বেকারত্ব এখন আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা সৃষ্টির জন্য *পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩*

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বিরাট ভূমিকা রেখেছে। বেকার সমস্যা সমাধানে এখনই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য শিক্ষা ও শ্রম মন্ত্রণালয় এবং যুব অধিদফতরের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় অপরিহার্য।।

মন্ত্রী বলেন, বেকার সমস্যা সমাধানে আমাদের কার্যকর অর্থনৈতিক পলিসি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার। দেশে এমন বিনিয়োগ দরকার, যাতে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। বিভিন্ন শিল্প কারখানার মালিকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিনিয়োগের অর্থ এ নয় যে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি-বাড়ি করতে হবে। দেশের মানুষের সত্যিকার ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে এবং উন্নয়নের ধারায় গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকেও সম্পৃক্ত করা জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ সরকারিভাবে হয়ে থাকে। বাকি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় বেসরকারিভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ও কোম্পানির মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে যুবক আয়োজিত এবারের মেলা তাতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য সচিব ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, দক্ষ ও যোগ্যতার অভাবে আজ আমাদের দেশে লাখ লা তরুণ তরুণী বেকার। দেশে বহুসংখ্যক কর্মখালি রয়েছে অথচ যোগ্য প্রার্থীর অভাবে সেসব পদ পূরণ করা যাচ্ছে না। আইটি ও টেলিযোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে আগামী ১০ বছরে আরও হাজার হাজার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এ জন্য চাকরি প্রার্থীদের সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী করে তোলা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সরকারি চাকরির নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবক-যুবতীকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চাকরির ব্যবস্থা করা সমাজের ও সরকারের দায়িত্ব। তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সরকারের পক্ষে খুব বড় ভূমিকা পালন সম্ভব নয়। এ জন্য বেসরকারি সেক্টরকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, দেশে বিনিয়োগ হলে এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। এ জন্য সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি নারীদের কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। এ ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ঘরে বসিয়ে রেখে ১৪ কোটি মানুষের উন্নয়ন ঘটানো কঠিন ব্যাপার।

এফবিসিসিআই সভাপতি বাংলাদেশকে আজব দেশ আখ্যায়িত করে বলেন, এদেশে ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতি রয়েছে অথচ অর্থনীতিবিদ ছাড়াই এ অর্থ ব্যবস্থা চলছে। তাছাড়া বিনিয়োগ উদ্যোগ একেবারেই কম। এসব দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের জন্য একটাই স্লোগান হওয়া উচিৎ- 'সবার জন্য কর্মসংস্থান চাই'।

সভাপতির ভাষণে ড. বদিউল আলম বলেন, যুবক আয়োজিত এ জব ফেয়ার-এর মাধ্যমে চাকরি বাজারের সমন্বয়হীনতা দূর হবে। দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ করা গেলে এদেশের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন, অমিত সম্ভাবনার এ দেশে ১৪ কোটি মানুষের ২৮ কোটি হাতকে কর্মে নিয়োজিত করতে পারলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া দুরূহ ব্যাপার নয়।

স্বাগত বক্তব্যে যুবকের চেয়ারম্যান আবু মোঃ সাঈদ বলেন, প্রচুর খনিজ সম্পদের দেশ হয়েও মিয়ানমার উন্নত দেশে পরিণত হতে পারেনি। অন্যদিকে জাপান বিপুল জনসংখ্যার দেশ হয়েও আজ অর্থনৈতিক পরাশক্তি। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে তাদের সম্পদে পরিণত করার ফলে। আমাদের দেশও ২০২৫ সালের মধ্যে প্রথম দশটি উন্নত দেশের একটিতে পরিণত হতে পারে, যদি এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা যায়। যুবক এ লক্ষ্যে সারাদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ধরনের জব ফেয়ারের মাধ্যমে চাকরিদাতা ও চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।